আশীষ রায় প্রযোজিত
পিকক ফিল্মসের
লালকুঠি
রঙীন
পরিচালনা: কনক মুখার্জী
সংগীত :
স্বপন জগমোহন

পিকক ফিল্মসের

লাল কুঠী
(রঙিন)

প্রযোজনা ॥ আশীষ রায়

পরিচালনা ও সংলাপ ॥ কণক মুখোপাধ্যায়

সংগীত পরিচালনা ॥ স্বপন জগমোহন

কাহিনী ॥ বাত্রা মহেন্দ্র

সম্পাদনা ॥ কেশব নাইডু

চিত্র গ্রহ অশোক মেহতা

প্রচার ॥ কলিন পাল ও শ্রীপঞ্চানন

সহযোগী পরিচালনা ও
প্রধান কর্মসচিব ॥ দিলীপ নন্দী

ঃ চরিত্র চিত্রনে ঃ

ড্যানি, তনুজা, রঞ্জিত মল্লিক, উৎপল দত্ত, অনিল ধাওয়ান, তরুন কুমার, মাষ্টার পার্থ, স্বরাজ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বোস, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রফেসর শুনীল কর, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মানু দাস এবং আরো অনেকে ॥

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা ঃ জয় মুখার্জী, মানু দাস
চিত্র গ্রহণ ঃ প্রভাকর ভানলে, সত্যেন রাওয়াল, শংকর বর্ধন, মনীষ ভট্ট
সম্পাদনা ঃ হরিকিষন প্যাটেল
ব্যবস্থাপনা ঃ কুমার ও বিশু রায়
সংগীতে ঃ উত্তম সিং ও ওম ভর্মা
বর্ণবিশ্লেষণ ঃ জি. এম. রাও ও শ্রীপট বর্ধন
রূপসজ্জা ঃ দীপক ভট্ট
বেশভূষা ঃ অনীতা (কলকাতা), সুপার (বম্বে)
শব্দ গ্রহণ ঃ এস. সি. ভামরি ও সুজিত সরকার
শব্দপুনঃযোজনা ঃ শ্রীরাজ

ফিল্মলয়, এজেল ষ্টুডিও, মেহবুব ষ্টুডিও, রনজিৎ ষ্টুডিও, চান্দিভেলি, মহাবালেশ্বর, বেলজ, বম্বে সাউণ্ড, স্যানস্কিট, ও কুচবিহার রাজপ্রসাদ (দার্জিলিং) এ গৃহীত ও র্যামনরড রিসার্চ ল্যাবরেটারি কর্তৃক পরিস্ফুটিত

রেকর্ড ঃ মেগাফোন।

আশীষ রায় প্রযোজিত

পিকক ফিল্মসের

লালকুঠি
রঙীন

পাহাড়ী পরিবেশে নির্জন নিরালায় নির্বান্ধব নিঝুম দৈত্যপুরীর মতই দাঁড়িয়ে থাকে লালকুঠি। লালকুঠি যেন এই পৃথিবীর প্রতীক। এখানে প্রেম প্রীতি ভালবাসা, লাভ লোভ লালসা, হিংসা হত্যা ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস সন্দেহ, দ্বেষ দ্বন্দ্ব, আশা নিরাশা এক জোট হয়ে বাসা বেঁধে থাকে।

এই লালকুঠির মালিক মিষ্টার সেন তার একমাত্র কন্যা রুনুকে তার প্রেমস্পদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ মিষ্টার সেনকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হোল হত্যাকারীর শাণিত ছুরিকাঘাতে। "সেন টি এষ্টেটের" বিরাট ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিনী হোল রুনু। বিবাহের প্রস্তুতিপর্বের সূচনায় তার প্রেমাস্পদ হঠাৎই একদিন হত্যাকারীর শাণিত ছুরিকাঘাতে পৃথিবী থেকে অকালে বিদায় নিল। উপর্যুপরি বিপর্যয়ে রুনুর মন হল বিধ্বস্ত। এমনি সময় রুনুর কাকা সেন সাহেব ম্যানেজারের নিয়োগ পত্র দিয়ে নিয়ে এলেন অজয়কে। অজয় রুনুর আঁধার জীবনকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে তুললো। ওরা ঘর বাঁধলো, এলো সন্তান। আনন্দের জোয়ারে ভেসে চললো রুনুর জীবনতরী। ঠিক এমনি সময় দৈবদুর্বিপাকে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার সূত্র ধরে এই লালকুঠিতে আবির্ভূত হোল এক অনাহুত আগন্তুক, শয়তানের প্রতীক এই অমানুষটা রুনুর জীবনে ডেকে আনতে চাইলো কাল বৈশাখীর মেঘ। কিন্তু রুনুর শিশু সন্তানের সান্নিধ্যে, তার পবিত্র স্পর্শে তার নিষ্কলুষ ভালবাসায় শয়তানের প্রতীক, লালকুঠির অনাহুত অতিথি তার মনের অগোচরে ভালবাসার বানে পাপের পঙ্কিল কিনারা থেকে একদিন পৌছে গেল পবিত্রতার মোহনায়। রুনুর সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য এই অনাহূত অতিথি একদিন শয়তানের মোকাবিলা করে নিজের প্রাণ দিয়ে প্রমানিত করে গেল, প্রেম বিশ্বজয়ী। আরও প্রমানিত করে গেল—পাপের বেতন মৃত্যু। দিকদিগন্ত মুখরিত করে প্রতিধ্বনিত হোল অনাহূত অতিথির আত্মার মর্মবাণী—প্রেম কালজয়ী, প্রেম বিশ্বজয়ী— ॥

লাল কুঠি

কিশোরকুমার

আশা ভোঁসলে

[১]

কে যায় রে
বলো ওকে অমন বাঁশী না বাজায় রে
ও বাঁশী ডাকে দূরে
কোনো যে কিছুতে ঘরে মন থাকে না
জানিনা বাজে বুকে কথা যে বধূয়া পরবাসী আসেনা
কেনো যে বাঁশরীয়া বোঝেনা বিজন এ ঘর আঙিনা
দিবস আঁধারে হারালো রজনী কিছুতে কাটেনা।

[২]

তারে ভোলানো গেলোনা কিছুতে
ভুল দিয়ে ভালবাসা দিয়ে
বিষের পরশ দিয়ে ভোলানো গেলোনা কিছুতে
ভালোবেসে কোনদিনও সুখ চেয়ো না
সবকিছু ভুলে যেতে ভুলে যেও না
ফিরিবার পথ নেই তবু আজ কেনো
মরে যাওয়া গেল না যে কিছুতে
যার নাম নিতে চোখে জল এসে যায়
তার নাম নিয়ে নিয়ে মন ভেঙ্গে যায়
চোখ মুছে ফেলতেও মন থেকে তারে
মুছে ফেলা গেলো না কিছুতে

[৩]

চলে যেতে যেতে
ডুবে গেল শেষে
দিন সে রাতের গভীর আঁধার মনে ওড়ে

দিন চেনা চেনা
কত জানা জানা
ভাসিয়ে দিলে তখন তারে কেমন করে

শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মতো
ফুরিয়ে যাওয়া সময় যতো
ভাসিয়ে দিয়ে কোন বিসারনের রাতে
তুমি চিরদিনের মাঝে
দিনের আলো নাইবা এলো
সাঁজের আলোয় সাজিয়ে নিও
জীবন নতুন সাজে

লুকিয়ে রাখা মনে কথা
চৈত্র দিনের ঝরা পাতা
যাবে উড়ে মাতাল কোন বৈশাখী এক ঝড়ে
যেন চিরদিনের তরে
শাখায় শাখায় দেখবে তখন
কিশলয়ের কাছে এসে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে
দিন সে রাতের গভীর আঁধার মনে ওড়ে ॥

সংগীত

—এই—কথা বলছো না কেন ?
তোমার নাম কী ? তুমি কে ?
আমি কে ?
কারো কেউ নইকো আমি কেউ আমার নয়
কোনো নাম নেই কো আমার, শোন মহাশয়।
—তুমি কোথায় থাকো ? তোমার বাড়ী কোথায় ?
বাড়ী ?
তোমার বাড়ী, আমার বাড়ী, আমার বাড়ী নেই,
পথে ফেলে দিলে আমি পথেই পরে রই;
যে যখন দেখে আমায় কিনে নিতে চায়
মনের মত দামটি দিলে তখন পাওয়া যায় ॥
কারো কেউ নই কো আমি...
—আহারে, তোমায় বুঝি কেউ ভালবাসে না ?
গায়ের জোরে সবই কিছু কেড়ে নেওয়া যায়'
পয়সা কড়ি গয়না গাঁটি ভালবাসা নয়।
তোমার কাছে তাইতো আমি বাড়িয়ে দিলাম হাত,
ভিখারী করলে আমায় ছিলাম ও ডাকাত।
কারো কেউ...
আজকে যেন লাগছে আমায় খুজে পাওয়া যাবে,
বুকের মাঝে কাঁদছে রে কেউ কে আমার হবে;
আজকে বুঝি পাওয়া যাবে আমার পরিচয়
নতুন নামে ডাকবে আমায় যে আমার হয়॥
কারো...

আশীষ রায় প্রযোজিত

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী—

কিশোরকুমার

আশা ভোঁসলে

আ স ছে

র ঘু ডা কা ত

(রঙিন)

মুদ্রণে : প্রিণ্টোরিয়েণ্ট, কলি-৬।